12 DEC 1991

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

হায়াত হোসেন
(অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৯০-এর ২৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইমার্জেন্সী ঘোষণা করে সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে শিবির কর্মীরা না যাওয়ায় উপাচার্য বার বার ডিসি-র ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন ওদেরকে বের করে সরকারী নির্দেশ কার্যকর করার জন্য। পরে মন্ত্রী আনিস-বাবলুর হস্তক্ষেপে এর একটি মীমাংসা হয়। তবে জেলা প্রশাসকের মতে, "This incident created a doubt in the mind of the Shibir students about the attitude of the Vice-Chancellor". (পৃঃ ১৯৫)।

উল্লেখ্য যে, একই সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে সহযোগিতা, ডিসেম্বরের শেষ দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখা, গায়েবী জানাজা'য় শরীক না হওয়া, আন্দোলনের সপক্ষে পদত্যাগ করার জন্য শিক্ষক সমিতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ও তাদের অপমান করার অভিযোগে উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের পদত্যাগ দাবী করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনও তা অনুমোদন করে। এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে যে, আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যখন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাগণ শহরে এরশাদ বিরোধী শিক্ষক সমাবেশ ও মিছিল করার আয়োজন করেন উপাচার্যপন্থী বেশ কিছু শিক্ষক তাতে বাধা প্রদান করেন এবং তারা সমিতি কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষকদের যৌথ পদত্যাগের ব্যাপারটি মিথ্যা ও প্রহসনমূলক বলে সাংবাদিকদের জানান। অবশ্য এরশাদের পতনের সাথে সাথে এদেরই ৪৫ জন পত্রিকায় তড়িঘড়ি করে এক বিবৃতি দিয়ে এরশাদ বিরোধী সফল আন্দোলনের জন্যে জনগণের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করেন ও তাদের অভিনন্দনজানান।

আরো একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। ছাত্র এবং শিক্ষকগণ না হয় দলাদলি করেন এবং উপাচার্যের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেন। কিন্তু কর্মচারীদের ব্যাপারটা কি? তদন্ত কমিশনের নিকট যে বিশজন কর্মচারী বক্তব্য রেখেছে তাদের মধ্যে আঠারো জনই উপাচার্য তথা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বলেছে। এখন এই উপাচার্য যদি অপসারিত না হন বা তার পদে বহাল থাকেন, এসব কর্মচারীর অবস্থা কি হবে? তাদের কি কোনদিন প্রমোশন হবে বা সামান্য অজুহাতে চাকরিচ্যুতি ঘটবে না? যেখানে শিক্ষকরাই নিরাপদ নন সেখানে এদের কথা অবশ্য ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। এরা হয়তো ভাবেনি এদের বক্তব্য বা কথাগুলো একদিন রিপোর্টাকারে প্রকাশিত হবে বা কমিশন ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবে। ক্যাম্পাসে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের চারজন শিক্ষক কমিশনের নিকট বক্তব্য রেখেছেন এবং সবাই প্রশাসনের বিরুদ্ধে বলেছেন।

এতোকিছুর পরও আমরা এখন কিভাবে তদন্ত কমিশনকে দোষারোপ করি? শুধু একটি বিষয়ে কমিশন বা মাননীয় বিচারপতি মতামত ব্যক্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং সেটা হলো ফারুকুজ্জামান নামক ছাত্রটির হত্যাকারী কে? এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হলো বিষয়টি হাটহাজারী থানার তদন্তাধীন এবং হাটহাজারী উপজেলা কোর্টে মামলাধীন (Case No.12 of '90 এবং Case No.145 of '90). অতএব, সাব-জুডিস। চাকসু ও উপাচার্যপন্থী শিক্ষকগণ অভিযোগ করেন যে, তদন্ত কমিশন ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি অথচ একবার নয়, একাধিকবার কমিশন ছাত্রশিবির ও শিক্ষক সমিতির সমালোচনা করেছেন। কমিশন ২২ তারিখে ছাত্রদের সাথে যৌথভাবে মিছিল করার জন্যে উপাচার্যপন্থী শিক্ষকদের যেমন সমালোচনা করেছেন (পৃঃ ২১৭), তেমনি ছাত্র শিবিরকে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষক সমিতিরও সুসমালোচনা করেছেন (পৃঃ ২২৯)। আসলে কমিশনের শুধু একটি মন্তব্যের জন্যেই উপাচার্যপন্থী শিক্ষকগণ এতোটা ক্ষুব্ধ এবং তাহলো-- "I am of the view that normaly in the University cannot be restored or recurrence of such occurrence cannot be prevented keeping Prof. Alamgir Mohammad Serajuddin in the post of the Vice-Chancellor". (পৃঃ ২৯১)। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি তথা তদন্ত কমিশনের এই উক্তিটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? মাননীয় বিচারপতি যে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তাঁর সুপারিশগুলো দিয়েছেন তার একটি বড় প্রমাণ হলো একই পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, উপাচার্য যদি অপসারিত হন বা যদি তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধবাদী ছাত্র ও শিক্ষকগণও আস্কারা পেয়ে যাবেন।

--চলবে--